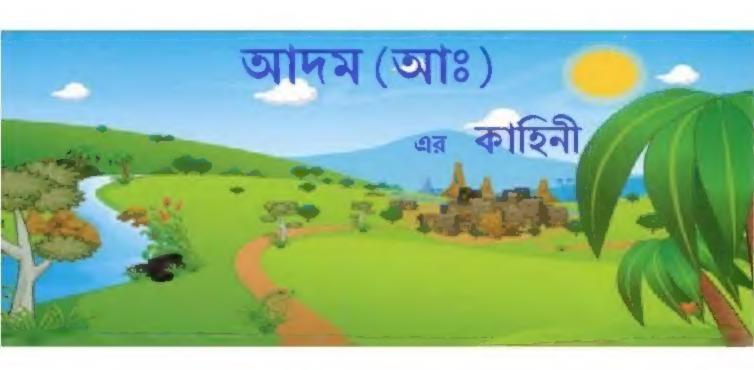
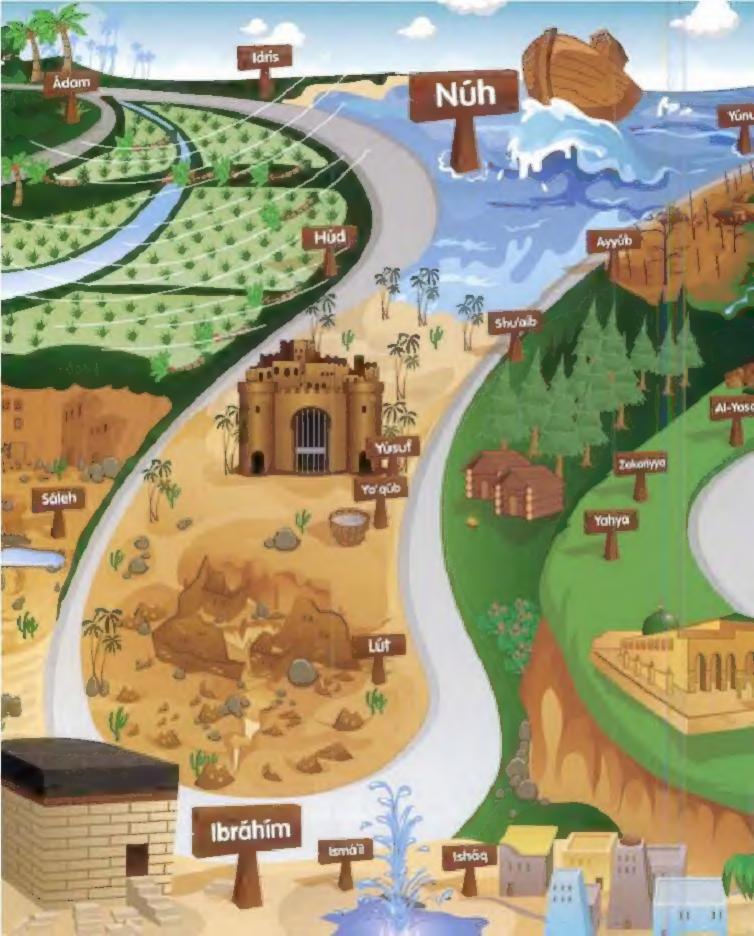
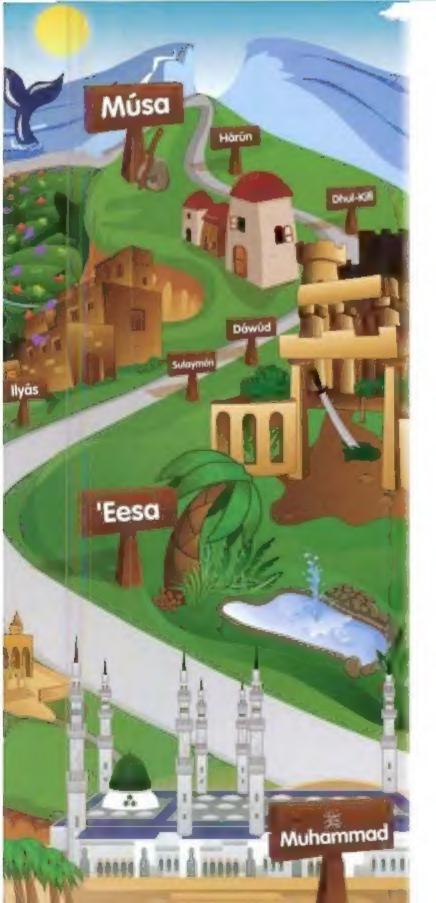
শিশুদের জন্য



রকিবউল্লাহ সজীব





আমরা তোমাকে নিয়ে যাবো এক ভ্রমণে ,

যেখানে তুমি জানতে পারবে এই দুনিয়ায় বাস করা সেরা মানুষদের সম্পর্কে।

যাদেরকে আল্লাহ এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু

কি কারণে

আল্লাহ তাদেরকে এই
দুনিয়ায় পাঠালেন ?
কাদের জন্য পাঠালেন ?

ছিলনা কিছুই আল্লাহ ছাড়া, থাকবেওনা কিছু আল্লাহ ছাড়া৷

না ছিল কোন সূর্য, না ছিল কোন চন্দ্র, না ছিল আকাশ, না ছিল বাতাস, না জিন , না ইনসান, না জমিন, না আসমান৷

তবে কি করে এলো প্রথম প্রাণ ?



সব দৃশ্য – অদৃশ্য এভাবেই তৈরি হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে।

আল্লাহ তৈরি করলেন

কলম, ফেরেশতা, জিন এবং আরও অনেক কিছু।



আদমকে সৃষ্টির পর

আল্লাহর হুকুমে

সবাই আদমকে সিজদাহ করল ইবলিস ছাড়া, সে ছিল জিনদের একজন।

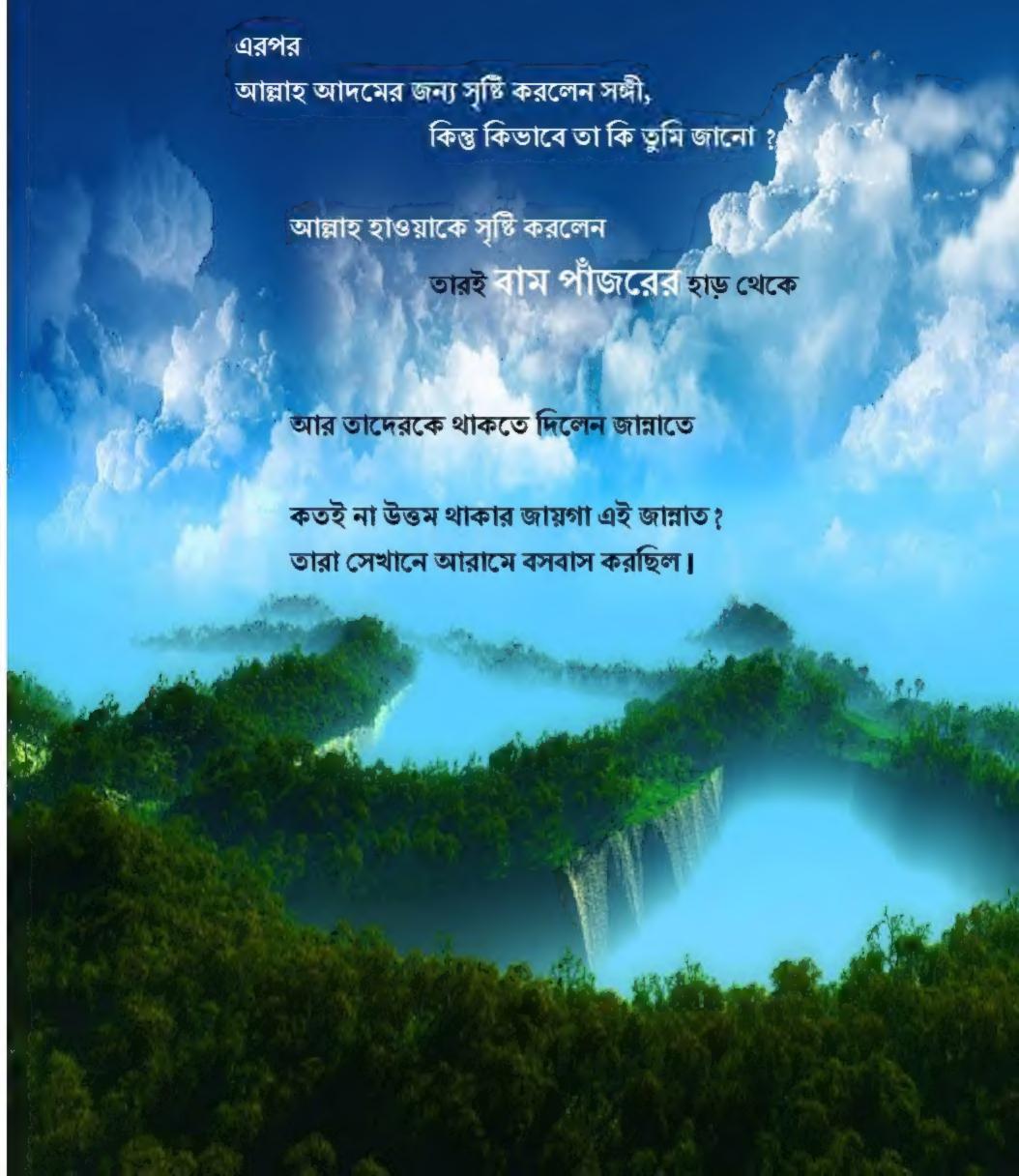
ইবলিস বললঃ

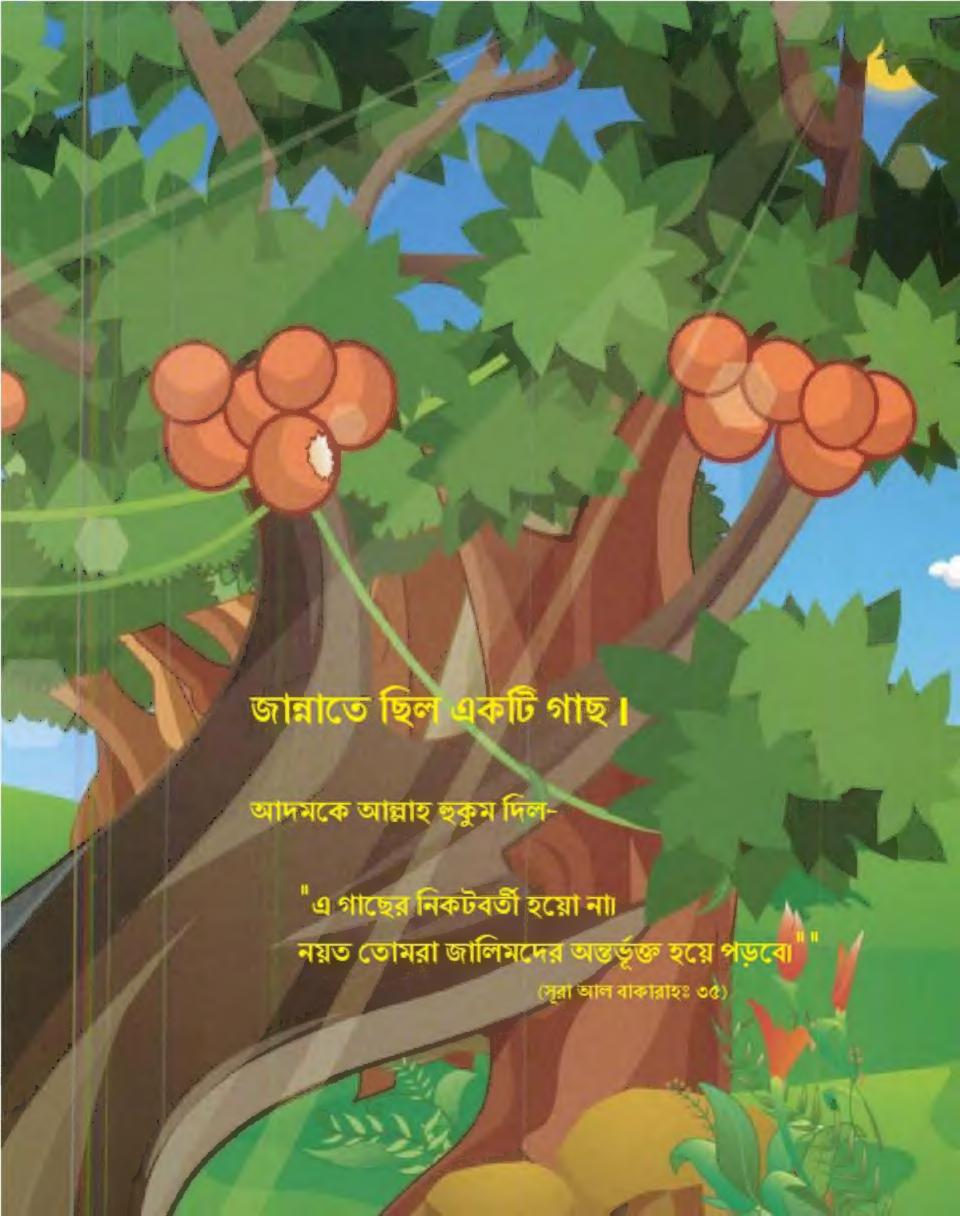
আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

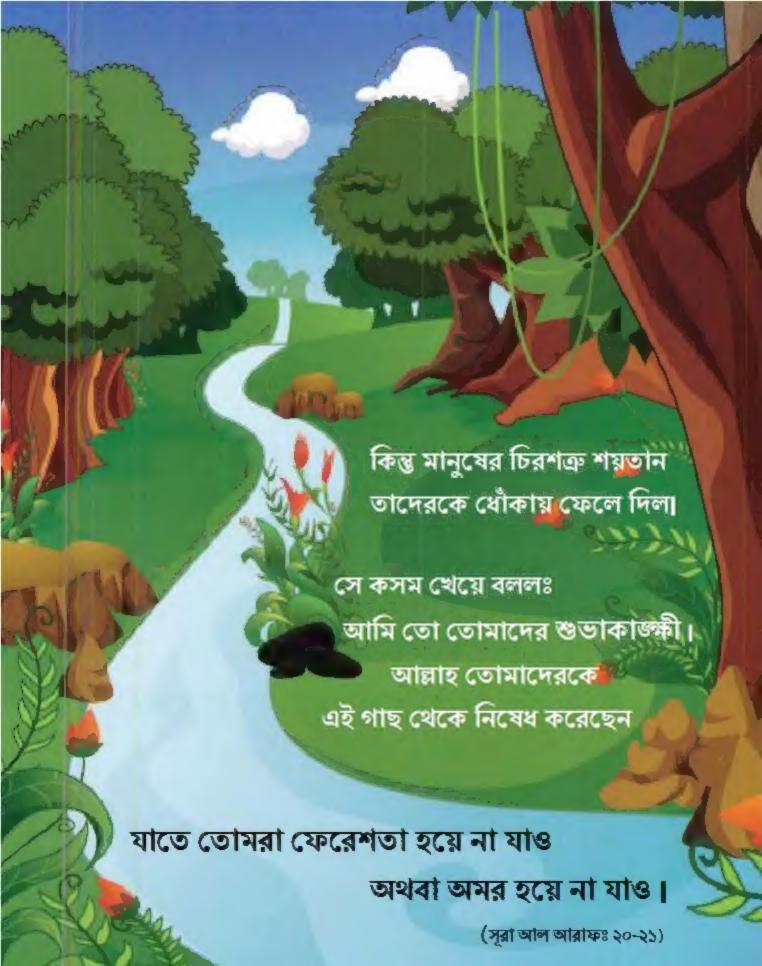
এই অহংকার তাকে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত করে দিল।

সে ক্ষমা তো চাইলইনা বরং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত কবার মুপুথ নিল্ল।







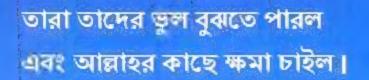


ভারা শয়তানের প্ররোচণায় সেই গাছ খেকে খেয়ে কেসল

তাদের এই কাজ আল্লাহ কে অসম্ভন্ত করল



আল্লাহ তাদেরকে জাল্লাত থেকে বের করে দিলেন এবং পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন



ক্ষমাশীল আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেনা

আমরা সবাই আদম আর হাওয়া থেকেই এসেছি। আমরা তাদেরই সন্তান।



শয়তান সবসময়ই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দুরে রাখতে চায়।

তাই আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে নবীদের পাঠিয়েছেন যাতে তারা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে।

"শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো, শিরক করোনা এমন কাজ করো যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করোনা"-

এণ্ডলোই ছিল সকল নবীদের মূলকথা।



মনের ফার্যা তোমরা আদম (আঃ) এর কাহিনী দড়ে কি বুঝতে দারনে তা নিচে সুন্দর জাবে লিখে	
ফেনোঃ	Som South